গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা সম্পর্কিত নীতিমালা

জুলাই-২০২৪

রোগতত্ত্ব ও গবেষণা বিভাগ
বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউট
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.০	পটভূমি	৩
২.০	গবেষণা কার্যক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	৩
৩.০	কার্যক্রমের উপকারভোগী	৩
৪.০	তহবিলের প্রাপ্যতা	৪
৫.০	বাস্তবায়ন কৌশল	৪
৫.২	গবেষক/গবেষণা প্রতিষ্ঠান নির্বাচন	৪
৫.২.১	গবেষক/গবেষণা প্রতিষ্ঠানের যোগ্যতা	৪
৫.২.২	গবেষণার জন্য গবেষণা প্রস্তাব/আবেদন আহ্বান	৫
৫.২.৩	বাছাই (কারিগরি) কমিটি	৫
৫.২.৪	বাজেট রিভিউ কমিটি	৬
৫.২.৫	এওয়ার্ড কমিটি	৭
৫.২.৬	গবেষণা পরিচালনার মেয়াদ	৭
৬.০	গবেষণা কার্যক্রমের ব্যবস্থাপনা/গবেষণার ফলাফল-এর মূল্যায়ন ও সমাপনী প্রতিবেদন	৭
৭.০	কমিটির সভা	৮
৮.০	গবেষণার তহবিল ব্যয়	৮
৯.০	কমিটির সদস্যদের সম্মানী	৮
১০.০	অফিস ও জনবল	৮
১১.০	গবেষণা এ্যাওয়ার্ড/অনুদান প্রদান	৮
১২.০	বিবিধ	৮

বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউটের গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা সম্পর্কিত নীতিমালা-২০২৪

১.০ পটভূমি:

বাংলাদেশ শিশু হাসপতাল ও ইনস্টিটিউট দেশের শিশুদের সুচিকিৎসা প্রদানে উল্লেখযোগ্য ভুমিকা পালন করে যাচ্ছে। বর্তমান যুগে উন্নত চিকিৎসা প্রদানে প্রয়োজন পর্যাপ্ত মান সম্পন্ন গবেষণা তথা গবেষণা ভিত্তিক চিকিৎসা ব্যবস্থা। উন্নত দেশগুলির চিকিৎসা ক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়ার মূলে রয়েছে সুগঠিত চিকিৎসা গবেষণার অবকাঠামো এবং সুবিধা। বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউট যুগের সাথে তাল মিলিয়ে শিশুদের উন্নত সেবা প্রদানে বদ্ধপরিকর। শিশু স্বাস্থ্য বিষয়ে নতুন নতুন গবেষণার মাধ্যম অত্র প্রতিষ্ঠানে দক্ষ জনবল তৈরী এবং জনস্বাস্থ্য, চিকিৎসা-শিক্ষা, চিকিৎসা সেবার সমন্বয় রেখে বাংলাদেশের শিশুদের জন্য একটি উন্নতর স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা জরুরী। রোগতত্ত্ব ও গবেষণা বিভাগ, বাংলাদেশ শিশু হাসপাাতাল ও ইনস্টিটিউট গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা সম্পকিত নীতিমালা প্রণয়নের মাধ্যমে গবেষণার ব্যপ্তি প্রসারের লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম নীমিমালা প্রণয়ন করেছে।

১.২ এ নীতিমালা 'বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউট গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা সম্পর্কিত নীতিমালা ২০২৪' নামে অভিহিত হইবে।

২.০ গবেষণা কার্যক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

২.১ বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউট এর নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত গবেষণা কার্যক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ:

ক) দেশে শিশু স্বাস্থ্য বিষয়ক মৌলিক ও প্রায়োগিক গবেষণার অবকাঠামো তৈরি ও গবেষণা কার্যক্রম প্রবর্তন করা।

খ) গবেষণালব্ধ জ্ঞান দেশের স্বাস্থ্য-সেবা, স্বাস্থ্য-শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, অনুজীববিদ্যা, রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ, ইত্যাদির সার্বিক উন্নয়নে ব্যবহার করা।

গ) নতুন নতুন সময়োপযোগী গবেষণার মাধ্যমে আমাদের শিশুদের জন্য স্বাস্থ্য সেবা, স্বাস্থ্য-শিক্ষা ও চিকিৎসার উৎকর্ষ সাধন।

ঘ) গবেষক এবং সরকারের নীতি নির্ধারকদের মধ্যে যোগাযোগ প্রসারের/স্থাপনের মাধ্যমে নলেজ ট্রান্সলেশন এন্ড এক্সচেঞ্জে (KTE) উৎসাহ প্রদান এবং এর মাধ্যমে এভিড্যান্স বেজড গবেষণার ফলাফল স্বাস্থ্য সেবার উন্নয়নে কাজে লাগানো।

ঙ) শিশু স্বাস্থ্য সেবায় জড়িত গবেষকদের গবেষণায় উৎসাহ প্রদান।

চ) আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার সাথে সহযোগিতা বৃদ্ধি করা ও সহযোগিতার মাধ্যমে শিশু স্বাস্থ্য বিষয়ে গবেষণার দ্বার উন্মোচন করা।

৩.০ কার্যক্রমের উপকারভোগী

৩.১ শিশু স্বাস্থ্য ও শিশু বিষয়ে গবেষণার সংস্কৃতি চালু এবং গবেষণা পরিচালনায় আর্থিক অনুদান প্রদানের মাধ্যমে স্বাস্থ্য-ব্যবস্থার উন্নয়ন সম্ভব হবে। নতুন রোগ সনাক্তকরণ ও রোগ নিয়ন্ত্রণের মৌলিক উদ্ভাবন এবং চিকিৎসার ক্ষেত্রে গবেষণালব্ধ জ্ঞান প্রয়োগে রোগী ও সেবা গ্রহীতাগণ উপকৃত হবেন। জটিল রোগ উপশমের গবেষণাভিত্তিক কার্যকর নতুন চিকিৎসা পদ্ধতির উদ্ভাবনে গণমানুষের উপকার হবে। এছাড়া, গবেষণার ফলাফল হতে রোগতত্ত্ব ও রোগ নিয়ন্ত্রণ, জনস্বাস্থ্য এবং চিকিৎসা প্রযুক্তি বিষয়ে চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্য সেবা কর্মীগণ নতুন ধারণা পাবেন, যা একটি সুস্থ জাতি গঠনে সহায়ক হবে।

৪.০ তহবিলের প্রাপ্যতা: বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রতি বছর গবেষনাখাতে প্রদত্ত বরাদ্দ।

৪.১ কমিটি/কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্বাচিত গবেষক তথা চিকিৎসক, স্বাস্থ্য গবেষক, জনস্বাস্থ্যবিদ, পুষ্টিবিদ, বিজ্ঞানী ও স্বাস্থ্য বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণ গবেষণা কাজের জন্য অনুদান প্রাপ্তির যোগ্য হবেন। শুধুমাত্র বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউটে স্থায়ীভাবে কর্মরত ব্যক্তি অনুদান প্রাপ্তির যোগ্য হবেন।

৫.০ বাস্তবায়ন কৌশল

৫.১ গবেষণা কার্যক্রম তহবিল এর অর্থ কীভাবে বরাদ্দ দেয়া হবে, কাকে বরাদ্দ দেয়া হবে, কীভাবে গবেষক নির্বাচন করা হবে, কোন কোন ক্ষেত্রে গবেষণার অর্থ ব্যয় হবে সে বিষয়ে নিম্নরূপ বাস্তবায়ন কৌশল অনুসরণ করা হবে।

৫.১.১ বাংলাদেশে যে সকল শিশু রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি এবং নতুন নতুন/সম্ভাব্য রোগ ব্যাধি ও ভাইরাস বিষয়ে গবেষণা উৎসাহিত করা হবে।

ক) জনস্বাস্থ্য।

খ) শিশু স্বাস্থ্য বিষয়ক সংক্রামক ও অসংক্রামক রোগ।

গ) Epidemiological Studies: e.g., Nationwide Systematic Survey for a Particular Disease/Disability, Incidence and Prevalence Study etc.

ঘ) Pediatric Medicine with allied branches.

ঙ) Pediatric Surgery with allied branches.

চ) এছাড়া, জাতীয় গুরুত্ব বিবেচনায় সমসাময়িক বিষয়।

৫.১.২ উপর্যুক্ত বিষয়সমূহ বাস্তবতার নিরিখে প্রয়োজনে হালনাগাদ করা হবে।

৫.২ গবেষক নির্বাচন: বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউট এর নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত মৌলিক গবেষণা কর্ম সম্পাদনের জন্য প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে গবেষক নির্বাচন করা হবে।

৫.২.১ গবেষকের যোগ্যতা:

ক) বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউট এ কর্মরত রেজিষ্ট্রার বা সমমান পদে কর্মরত এবং তদুর্ধ গবেষকবৃন্দ আবেদন করতে পারবেন। উল্লেখ্য যে, যে সকল গবেষক লিয়েনে/শিক্ষাছুটিতে রয়েছেন তারা আবেদন করতে পারবেন না।

খ) আবেদনকারীকে পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিগ্রিধারী চিকিৎসক/জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ/ মাইক্রোবায়োলোজিস্ট/ ভাইরোলজিস্ট/ বায়োকেমিস্ট বা স্বাস্থ্য বিজ্ঞান, জনস্বাস্থ্য, পুষ্টিবিদ, মৌলিক বিষয়ে বিশেষজ্ঞ/গবেষক হতে হবে।

গ) আবেদনকারীকে বাংলাদেশে গবেষণা করতে হবে।

ঘ) আবেদনকারী উক্ত গবেষণার জন্য অন্য কোন সরকারি, বেসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত অথবা দেশের অথবা বিদেশের যে কোন প্রতিষ্ঠান হতে আর্থিক সহায়তা নেননি মর্মে অঙ্গীকারনামা দিতে হবে; এবং

ঙ) আবেদনকারীর বয়স হবে (দরখাস্ত করার সময়) সর্ব্বোচ্চ ৬৫ বৎসর। দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও সুনাম বিবেচনায় বয়সসীমা শিথিলযোগ্য হবে।

৫.২.২ গবেষণার জন্য গবেষণা প্রস্তাব/আবেদন আহ্বান:

ক) প্রতিবছর ১ (এক) বার আবেদন আহ্বান করা হবে। বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউট এর পরিচালক কর্তৃক স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিটি বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউটের ওয়েবসাইটে এবং অফিসের নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ করা হবে।

খ) আবেদন ফরম সংগ্রহ ও জমাদান: বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউটের ওয়েব সাইট এবং রোগতত্ত্ব ও গবেষণা বিভাগ হতে আবেদন ফরম সংগ্রহন করা যাবে। সংযুক্তি-১ এ প্রদর্শিত ফরম-এ গবেষণা প্রস্তাব/প্রটোকল সভাপতি, সংশ্লিষ্ট কমিটি বরাবর জমা দিতে হবে।

গ) আবদনকারীর আবেদনের সংঙ্গে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সরবরাহ করতে হবে।

ঘ) গবেষণার অভিজ্ঞতা, পাবলিকেশন্স ইত্যাদিসহ আবেদনকারীর পূর্ণ জীবনবৃত্তান্ত সংযোজন করতে হবে।

ঙ) গবেষণা প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধানের মাধ্যমে জমা দিতে হবে।

চ) একজন আবেদনকারী (যে কোন ভুমিকায় যেমন: PI/Co-PI/Co-I) সর্বোচ্চ ২টি গবেষণা প্রস্তাব/প্রটোকল জমা দিতে পারবেন। একজন আবেদনকারীর নাম দুইটির বেশী প্রস্তাবে উল্লেখ থাকিলে উভয় প্রস্তাব বাতিল বলে গণ্য হবে।

ছ) কোন গবেষক যদি তাঁর গবেষণায় নিজ প্রতিষ্ঠান ব্যতিত অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের সহযোগীতা গ্রহন করতে চান তবে তা প্রস্তাব জমা দানের সময় উল্লেখ থাকতে হবে। অন্যথায় এওয়ার্ড প্রাপ্তির পর অন্যকোন প্রতিষ্ঠানের সহযোগীতা গ্রহন করা যাবে না।

জ) গবেষক এওয়ার্ড প্রাপ্তির পর গবেষণা কাজ সম্পাদনের জন্য অন্য কোন প্রতিষ্ঠান/ফার্ম/ব্যক্তির সাথে চুক্তি সম্পাদন করতে পারবে না।

ঝ) বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউটে গবেষণা সম্পাদন করিলে স্থাপনা ব্যবহার /প্রশাসনিক ব্যয় বাবদ মোট প্রদত্ত অনুদানের উপর সর্বনিম্ন ১% টাকা রোগতত্ত্ব ও গবেষণা বিভাগ, বাশিহাই এর অনুকুলে পরিশোধ করতে হবে।

৫.২.৩ বাছাই (কারিগরি) কমিটি: প্রাপ্ত গবেষণা/প্রটোকল যাচাই বাছাইয়ের জন্য ৭ সদস্য বিশিষ্ট নিম্নরুপভাবে একটি কমিটি থাকবে:

ক্রমিক	নাম ও পদবী	কমিটিতে অবস্থান
১	বিভাগীয় প্রধান রোগতত্ত্ব ও গবেষণা বিভাগ বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউট	সভাপতি
২	বিভাগীয় প্রধান মেডিসিন ডিভিশন বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউট	সদস্য
৩	বিভাগীয় প্রধান সার্জারী ডিভিশন বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউট	সদস্য
৪	ডেপুটি একাডেমিক কো-অর্ডিনেটর বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউট	সদস্য
৫	বিভাগীয় প্রধান, ক্লিনিক্যাল প্যাথলজি ও হিস্টপ্যাথলজি বিভাগ বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউট	সদস্য
৬	উপ-পরিচালক (অর্থ) বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউট	সদস্য
৭	একাডেমিক সেক্রেটারী বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউট	সদস্য-সচিব

বর্ণিত কমিটিতে কোন গবেষক গবেষণা প্রস্তাব জমাদান করিলে যাচাই বাছাই কার্য্যক্রমে তাঁকে উক্ত কার্যক্রম হতে বিরত রাখা হবে।

কার্যপরিধিঃ

ক) সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রার্থীদের জমাকৃত গবেষণা প্রস্তাব/প্রটোকল যাচাই-বাচাই করা এবং গবেষণার পূর্ব অভিজ্ঞতা বিবেচনা করা।

খ) গবেষণা প্রস্তাব/প্রটোকল কেন গ্রহণ ও কেন বাতিল করা হলো, তার যথাযথ ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করবে এবং তা সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে হবে। এক্ষেত্রে প্রস্তাবিত গবেষণা "সম্পাদনযোগ্য" কিনা তা বিবেচনা করা।

গ) প্রয়োজনে সাক্ষাৎকার/উপস্থাপন গ্রহণ।

ঘ) প্রস্তাব/প্রটোকল মুল্যায়নপূর্বক বাছাইকৃত গবেষণা প্রস্তাব/প্রটোকল এর তালিকা প্রস্তুত করে ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে জমা দিবেন।

ঙ) প্রাপ্ত আবেদনসমূহ তালিকা তৈরিপূর্বক ৭ (সাত) দিনের মধ্যে বাছাই (কারিগরি) কমিটির নিকট উপস্থাপন করা হবে।

চ) এওয়ার্ড কমিটি/নীতিমালা প্রনয়ন কমিটি/কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত অন্যান্য কাজ।

ছ) রোগতত্ত্ব ও গবেষণা বিভাগ সার্বিক দাপ্তরিক দায়িত্ব পালন করিবে।

৫.২.৪ <u>রিভিউ কমিটি:</u>

নিম্নবর্ণিত গবেষকবৃন্দের সমন্বয়ে একটি রিভিউ প্যানেল থাকবে। প্রতিটি গবেষণা প্রস্তাব একজন গবেষকের কাছে রিভিউয়ের জন্য প্রেরণ করা হবে।

<u>(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)ঃ</u>

- Prof. Dr. Mohammad Hanif, BSH&I (Retired)
- Prof. Dr. ARM Lutful Kabir, Addin Women's Medical College
- Prof. Dr. Abid Hossain Mollah, BIRDEM
- Prof. Dr. Md. Kabirul Islam, Pediatric Surgery, Square Hospital
- Prof. Dr. Tosaddeque Hossain Siddiqui, Pediatric Surgery, BSMMU
- Prof. Dr. Shafiqul Islam, Epidemiology, NIPSOM (Retired)
- Prof, Mozammel Haque, Biochemistry, BSMMU
- Prof. Dr. Wahida Khanam, ICMH
- Prof. Dr. A.S.M Bazlul Karim, BSMMU (Retired)
- Prof. Dr. ASM Nawshad Uddin Ahmed, BSH&I (Retired)
- Prof. Dr. Nazma Begum, ShSMC (Retired)
- Prof. Dr. Ashraful Huq Kazal, Pediatric Surgery, DMCH (Retired)
- Prof. Dr. Shaheen Akter, ENMC
- Prof. Dr. Saimun Haque, BSMMU
- Dr. Nargis Ara Begum, United Hospital
- Dr. Md. Iqbal Hossain, Consultant, icddr,b
- Dr. Ahmed Ehsanur Rahman, Scientist, icddr,b
- Dr. Mahabubul Islam, BSMMU
- Dr. Mohammad Kamrul Hassan Shabuj, BSMMU
- Dr. B H Nazma Yasmeen, Northern International MCH

কর্তৃপক্ষ যে কোন সময় রিভিউ প্যানেল সদস্য কমানো বা বৃদ্ধি করতে পারবে।

৫.২.৫ এওয়ার্ড কমিটি: বাছাই কমিটি ও রিভিউ প্যানেল কর্তৃক সুপারিশকৃত গবেষণা প্রস্তাব/প্রটোকলগুলো চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য নিম্নরুপভাবে এওয়ার্ড কমিটি থাকবে।

ক্রমিক	নাম ও পদবী	কমিটিতে অবস্থান
১	পরিচালক বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউট	সভাপতি
২	একাডেমিক কো-অর্ডিনেটর, বাশিহাই	সদস্য
৩	বিভাগীয় প্রধান, মেডিসিন ডিভিশন, বাশিহাই	সদস্য
৪	বিভাগীয় প্রধান, সার্জারী ডিভিশন, বাশিহাই	সদস্য
৫	বিভাগীয় প্রধান, রোগতত্ত্ব ও গবেষণা বিভাগ, বাশিহাই	সদস্য-সচিব

কমিটির কার্যপরিধি:

ক) সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের মতের ভিত্তিতে গবেষণা অনুদান (Award) প্রদানের জন্য গবেষণা প্রস্তাব/প্রটোকল চূড়ান্ত করা হবে।

খ) প্রতি বছর কতটি গবেষণা অনুদান গবেষণা প্রস্তাব/প্রটোকল এর জন্য গবেষণা অনুদান প্রদান করা হবে তা এওয়ার্ড কমিটি নির্ধারণ করবে।

গ) কমিটির নিকট হতে প্রাপ্ত প্রস্তাবের ভিত্তিতে গবেষণা প্রস্তাবের মেরিট/সময় বিবেচনায় নিয়ে এ এওয়ার্ড কমিটি অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ নির্ধারণ করবেন।

ঘ) কমিটি প্রয়োজনে কোন গবেষণা প্রস্তাব/প্রটোকল মতামতসহ বাছাই কমিটিতে রিভিউ করার জন্য প্রেরণ করতে পারবে।

ঙ) গবেষণা অনুদানের জন্য নির্বাচিত গবেষক যুক্তিসংগত কারণে গবেষণাকর্ম সম্পাদনে অসমর্থ হলে তা এওয়ার্ড কমিটির অনুমোদন প্রাপ্তির ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে বিভাগীয় প্রধান, রোগতত্ত্ব ও গবেষণা বিভাগকে লিখিত ভাবে অবহিত করতে হবে। নীতিমালায় উল্লেখিত সকল কার্যপরিধির ক্ষেত্রে রোগতত্ত্ব ও গবেষণা বিভাগ কারিগরী ও দাপ্তরিক সহযোগিতা প্রদান করবে।

৫.২.৬ গবেষণা পরিচালনার মেয়াদ: নোটিশ অব অ্যাওয়ার্ডে উল্লেখিত সময়।

৫.২.৭ কমিটির কোন সদস্য স্থায়ী ভাবে অনুপস্থিত থাকলে বা কার্য পালনে অসমর্থ হলে পরিচালক কর্তৃক মনোনয়নের মাধ্যমে পূরণ করা হবে।

৬.০ গবেষণা কার্যক্রমের ব্যবস্থাপনা/গবেষণার ফলাফল-এর মূল্যায়ন ও সমাপনী প্রতিবেদন।

৬.১ অনুদানপ্রাপ্ত গবেষক প্রতি ৬ মাস অন্তর গবেষণার অগ্রগতি বিভাগীয় প্রধান, রোগতত্ত্ব ও গবেষণা বিভাগের নিকট উপস্থাপন করবে।

৬.২ গবেষণা সম্পন্নের ৩(তিন) মাসের মধ্যে গবেষণার ফলাফল (Research Findings) উপস্থাপন করবে।

৬.৩ গবেষকগণকে এ গবেষণার কোন বিষয়বস্তু কোন সেমিনার/ওয়ার্কশপ অথবা জর্নালে প্রকাশ করতে হলে অবশ্যই পূর্বানুমতি প্রয়োজন হবে।

৭.০ **কমিটির সভা:** প্রয়োজন অনুযায়ী সভাপতি সময় সময়ে সভা আহ্বান করবেন।

৮.০ **গবেষণার তহবিল ব্যয় :** তহবিল হতে প্রদত্ত অর্থ প্রস্তাবিত গবেষণা কাজের প্রয়োজনে যন্ত্রপাতি সংগ্রহ/ব্যবহার, এক্সপেরিম্যান্ট, Special Investigation সাক্ষাৎকার গ্রহণ, ডেটা সংগ্রহ, উপস্থাপনা ইত্যাদি বাবদ ব্যয় করা যাবে। একজন গবেষক একটি প্রস্তাবের বিপরিতে সর্বোচ্চ ১০ (দশ) লক্ষ টাকা বরাদ্দের জন্য বিবেচিত হবেন। তবে কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন বিবেচনায়/সংশোধিত বাজেট বিবেচনায় বরাদ্দের পরিমান বৃদ্ধি করতে পারবে। বরাদ্দ নির্ধারণের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

৯.০ **কমিটির সদস্যদের সম্মানী:** সরকারের প্রচলিত নিয়মানুযায়ী সদস্যদের সম্মানী প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে।

১০.০ **অফিস ও জনবল:** দাপ্তরিক কাজের জন্য রোগতত্ত্ব ও গবেষণা বিভাগকে অস্থায়ী কার্য্যলয় হিসাবে ব্যবহার করা হবে এবং অতিরিক্ত কাজের জন্য বিধি মোতাবেক কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ সম্মানী প্রাপ্ত হবেন।

১১.০ গবেষণা এ্যাওয়ার্ড/অনুদান প্রদান

১১.১ গবেষণা অনুদান প্রাপ্তির জন্য নির্বাচিত গবেষক এর অনুকূলে গবেষণা অর্থ/অনুদান ২(দুই) কিস্তিতে চেকের মাধ্যমে প্রদান করা হবে।

১১.২ ১ম কিস্তির খরচ ও কাজের অগ্রগতি নিতিমালা প্রনয়ন কমিটির সুপারিশ ক্রমে ও অর্থ বিভাগের যাচাই বাছাই পূর্বক ২য় কিস্তির টাকা চেকের মাধ্যমে প্রদান করা হবে।

১১.৩ নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে গবেষণা কর্ম সম্পন্ন করা না হলে বা মাইলস্টোন অর্জন করা না গেলে পরবর্তী কিস্তিসমূহের অর্থ প্রদান করা হবেনা। গবেষণা কর্ম সম্পন্ন না করা হলে গৃহীত সমুদয় অর্থ ফেরৎ প্রদান করতে হবে। এই মর্মে অঙ্গীকারনামা প্রদান করতে হবে।

১১.৪ গবেষকের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থ অব্যয়িত থাকলে তা বাংলাদেশ শিশু হাসপাতালের অনুকুলে ফেরৎ প্রদান করতে হবে।

১১.৫ কমিটি সভার ব্যয়, সম্মানী, অফিস ব্যবস্থাপনা ও ব্যয় কমিটির সভাপতির অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করবে।

১২.০ বিবিধ

১২.১ নির্বাচিত গবেষণাকর্ম পরিচালনা জন্য সেমিনার/ওয়ার্কশপ/উপস্থাপনা বাবদ ব্যয় এর জন্য আলাদা অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হবেনা।

১৩.০ কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনে যে কোন সময় এ নীতিমালার সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করতে পারবে।

১৪.০ ক) বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক ব্যবস্থাপনার নীতিমালা অনুসরণ করে সমস্ত অর্থ ব্যয় নির্বাহ করতে হবে।
খ) এমন কোন বিষয় যা এ নীতিমালায় বিবৃত হয়নি সে বিষয়ে সরকার কর্তৃক প্রচলিত বিধি বিধান প্রযোজ্য হবে।

অধ্যাপক (ডাঃ) মোহাম্মদ রিয়াজ মোবারক
আহ্বায়ক
গবেষণা নীতিমালা প্রনয়ন কমিটি
ও
বিভাগীয় প্রধান
রোগতত্ত্ব ও গবেষণা বিভাগ
বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউট